চুয়াডাঙ্গায় নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদনে প্রশিক্ষণ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (২৭ অক্টোবর) উপজেলার কোষাঘাটা গ্রামে এগ্রোইকোলজি লার্নিং অ্যান্ড ট্যুরিজম সেন্টারের (এএলটিসি) মিলনায়তনে ওয়েভ ফাউন্ডেশনের আয়োজনে এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

পিকেএসএফের এগ্রো-মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ইউনিটের মৎস্য খাতের আওতায় আয়োজিত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক ছিলেন চুয়াডাঙ্গার জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. ফরহাদুর রেজা।

প্রশিক্ষণে লাভজনক ও টেকসই মাছ চাষের জন্য পুকুরের আকার ও গভীরতা, পানির উৎস, মাছের প্রজাতি ও পোনার মান নির্বাচন, খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং পানির গুণাগুণ পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। ভোক্তার কাছে নিরাপদ ও মানসম্মত মাছ পৌঁছে দিতে বিক্রির আগে-পরে মাছের সঠিক সংরক্ষণ ও পরিবহনের বিষয়েও আলোচনা করা হয়।

এ ছাড়া মাছ উৎপাদনে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ ও সাফল্য, চাষিদের জন্য সরকারি সেবা, পরামর্শ ও সহায়তা কাজে লাগিয়ে উৎপাদন বাড়ানোর উপায় নিয়ে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। পুকুরের পাড়ে মৌসুমি সবজি চাষের মাধ্যমে পারিবারিক পুষ্টি নিশ্চিত, বাড়তি আয় এবং জমির সর্বোত্তম ব্যবহারের বিষয়টিও তুলে ধরা হয়।

মাছের খাদ্যের মান প্রাথমিকভাবে যাচাই, খাদ্য কেনা ও সংরক্ষণে সতর্কতা এবং নিম্নমানের খাদ্যের কারণে মাছের স্বাস্থ্য, বৃদ্ধি ও উৎপাদন খরচে প্রভাব নিয়েও আলোচনা হয়। পাশাপাশি মাছের সাধারণ রোগের লক্ষণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়। রোগ হওয়ার পর চিকিৎসার চেয়ে পুকুরের পরিবেশ ও পানির মান ঠিক রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

প্রশিক্ষণে সমন্বিত মাছ চাষের উপকারিতাও তুলে ধরা হয়। মাছের সঙ্গে সবজি বা অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সম্পদের

সুষ্ঠু ব্যবহার, উৎপাদন খরচ কমানো এবং একই খামার থেকে একাধিক উৎসে আয় বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের এগ্রোইকোলজি লার্নিং অ্যান্ড ট্যুরিজম সেন্টারের জ্যেষ্ঠ সমন্বয়কারী কামরুজ্জামান যুদ্ধ, স্মার্ট প্রকল্পের সমন্বয়কারী সরোয়ার হোসেন শুভ, পরিবেশবান্ধব কৃষি পদ্ধতি প্রকল্পের সমন্বয়কারী শাখাওয়াত হোসেন এবং ওয়েভ ফাউন্ডেশনের মৎস্য কর্মকর্তা সাঈদ-উর-রহমান।

মেহেরপুরে ২০ বছর ধরে বন্ধ সরকারি মৎস্য পোনা উৎপাদন

মেহেরপুরে মাছ চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা থাকলেও মানসম্মত রেণু- পোনার সংকটে পড়েছেন জেলার মাছ চাষিরা। জেলার দুটি সরকারি মৎস্য হ্যাচারি দীর্ঘদিন ধরে উৎপাদনের বাইরে থাকায় যশোর, ঝিনাইদহ, নওগাঁ ও সান্তাহারসহ দূরদূরান্তের হ্যাচারির ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে তাঁদের। এতে বাড়ছে পোনা কেনা ও পরিবহন খরচ। পাশাপাশি দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার কারণে পোনা মারা যাওয়ার ঝুঁকিও বাড়ছে।

বেসরকারি হ্যাচারি থেকে পোনা কিনে পুকুরে মাছ চাষ করেও কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন পাচ্ছেন না চাষিরা। তবে জেলা মৎস্য বিভাগের দাবি, জনবল পেলে পোনা উৎপাদন শুরু করা সম্ভব।

একসময় মেহেরপুরের সরকারি হ্যাচারিগুলোতেই উৎপাদিত হতো বিভিন্ন প্রজাতির মাছের রেণু ও পোনা। স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে এসব পোনা সরবরাহ করা হতো চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়াসহ আশপাশের বিভিন্ন জেলায়।

কিন্তু দীর্ঘদিনের অযত্ন, অব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন বন্ধ থাকায় এখন অনেকটা পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে সরকারি মৎস্য হ্যাচারিগুলো। খোয়া গেছে পোনা উৎপাদনের মূল্যবান যন্ত্রপাতি। এমনকি সরকারি খামারের জমিও বেদখল হয়ে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা সরকারি মৎস্য হ্যাচারি প্রায় ২০ বছর ধরে বন্ধ। একইভাবে জেলা সদরের সরকারি মৎস্য হ্যাচারিটিও দীর্ঘদিন ধরে উৎপাদনের বাইরে। ফলে জেলার ব্যাপক মাছ চাষের বিপরীতে স্থানীয়ভাবে রেণু-পোনা উৎপাদনের সক্ষমতা কার্যত অচল হয়ে আছে।

জেলা মৎস্য বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, মেহেরপুর সদর উপজেলায় চাষযোগ্য পুকুর রয়েছে ১ হাজার ৮২৯টি। গাংনীতে এ সংখ্যা ৩ হাজার ৯৯৫টি এবং মুজিবনগরে ৬১৪টি। অর্থাৎ, তিন উপজেলায় মোট চাষযোগ্য পুকুরের সংখ্যা ৬ হাজার ৪৩৮টি। এর বাইরে জেলায় রয়েছে আরও ১৬টি উন্মুক্ত জলাশয়। এসব জলাশয় থেকে প্রতিবছর ১৩ হাজার টন মাছ উৎপাদিত হয়, যা জেলার মাছের চাহিদা পূরণ ও অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এসব পুকুর ও জলাশয়কে ঘিরে প্রতিবছর কোটি কোটি টাকার মাছ উৎপাদন করেন জেলার চাষিরা। স্থানীয় চাহিদা পূরণের পাশাপাশি উৎপাদিত মাছ যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন জেলায়ও। মানসম্মত পোনা উৎপাদনের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করে মৎস্য হ্যাচারি তৈরি করা হলেও তা এখন মেহেরপুরবাসীর কোনো উপকারে আসছে না। ফলে মাছ চাষের জন্য প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ পোনা বাইরে থেকে কিনে আনতে হচ্ছে চাষিদের।

শুধু মাছ চাষিরাই নন, জেলা মৎস্য অধিদপ্তরও প্রতিবছর সরকারি অর্থে লক্ষাধিক টাকার মাছের পোনা সংগ্রহ করে বিভিন্ন জলাশয়ে অবমুক্ত করে। ফলে স্থানীয় সরকারি হ্যাচারিগুলো উৎপাদনে না থাকায় একদিকে সরকারি অর্থে বাইরের এলাকা থেকে পোনা সংগ্রহের প্রয়োজন হচ্ছে, অন্যদিকে স্থানীয় চাষিদেরও বেশি দামে পোনা কিনতে হচ্ছে।

মাছ চাষের মৌসুমে সময়মতো পোনা সংগ্রহ ও মজুত করতে না পারায় অনেক খামারির উৎপাদন পরিকল্পনাও ব্যাহত হচ্ছে। বাধ্য হয়ে তাঁরা যশোর, ঝিনাইদহ, নওগাঁ ও সান্তাহারসহ বিভিন্ন জেলার হ্যাচারি থেকে পোনা সংগ্রহ করছেন। দূরের জেলা থেকে পোনা আনার ক্ষেত্রে বাড়তি পরিবহন ব্যয় যেমন যুক্ত হচ্ছে, তেমনি দীর্ঘ সময় পরিবহনের কারণে পোনা মারা যাওয়ার ঝুঁকিও থাকছে। এতে শেষ পর্যন্ত মাছ উৎপাদনের খরচ বাড়ছে এবং চাষিদের লাভের সম্ভাবনা কমছে।

চাষিদের অভিযোগ, একসময় গাংনী উপজেলা সরকারি মৎস্য হ্যাচারি ছিল স্থানীয় মাছ চাষিদের অন্যতম ভরসা। এখানেই বিভিন্ন প্রজাতির মাছের রেণু-পোনা উৎপাদন করা হতো। স্থানীয় চাহিদা মেটানোর পর

অতিরিক্ত পোনা সরবরাহ করা হতো চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়াসহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকায়।

জেলার মৎস্য উদ্যোক্তা ও রেণু-পোনা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত গাংনী সরকারি মৎস্য হ্যাচারিটি চালু ছিল। ওই সময়ে বিভিন্ন ধরনের মাছের পোনা উৎপাদন করা হতো। সরকারি আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে হ্যাচারিটি বন্ধ হয়ে যায় বলে তাঁদের দাবি। হ্যাচারিটি আবার চালু করা গেলে স্থানীয় মাছ চাষিরা সরাসরি উপকৃত হবেন বলে জানান চাষি আনসার আলী।

মৎস্যচাষি জিয়ারুল ইসলাম জানান, প্রতিবছর তাঁকে বাইরের জেলা থেকে লক্ষাধিক টাকার মাছের পোনা কিনতে হয়। বেসরকারি হ্যাচারি থেকে রেণু-পোনা কিনে প্রতারিত হচ্ছেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি। অনেক পোনা পরিবহনের সময় মারা যায়।

মৎস্য উদ্যোক্তা আনসারুল ইসলাম বলেন, গাংনী সরকারি হ্যাচারিতে লোকবল সংকট ছিল। পাশাপাশি হ্যাচারির বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার কারণে এখন সেটি পুনরায় চালু করতে অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতিরও প্রয়োজন রয়েছে।

মেহেরপুর জেলা মৎস্য কর্মকর্তা রবিউল ইসলাম বলেন, মেহেরপুরে মাছ চাষের পরিধি বাড়লেও মানসম্মত পোনার জন্য এখনো বাইরের জেলার ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। জেলার তিন উপজেলায় ৬ হাজার ৪৩৮টি চাষযোগ্য পুকুর রয়েছে। এর মধ্যে গাংনী উপজেলাতেই রয়েছে ৩ হাজার ৯৯৫টি, যা জেলার মোট চাষযোগ্য পুকুরের প্রায় ৬২ শতাংশ। ফলে গাংনীসহ জেলার সরকারি হ্যাচারিগুলো সচল করা গেলে স্থানীয় পোনা সরবরাহব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে।

তিনি আরও বলেন, হ্যাচারি বন্ধ থাকার পেছনে লোকবল সংকট, যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং উৎপাদন অলাভজনক হওয়ার মতো বিষয় রয়েছে। দীর্ঘদিন উৎপাদন বন্ধ থাকায় স্থানীয়ভাবে পোনা উৎপাদনের যে সক্ষমতা ছিল, সেটিও কার্যত অকার্যকর হয়ে পড়েছে। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা হ্যাচারিগুলোর মধ্যে জেলা সদরের সরকারি হ্যাচারিটি আগামী বছর উৎপাদনে নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। এটি চালু করা সম্ভব হলে জেলার চাষিদের বাইরের জেলা থেকে পোনা আনার ওপর নির্ভরতা কমবে। এতে পোনা পরিবহনের বাড়তি খরচ ও দীর্ঘপথে পোনা মারা যাওয়ার ঝুঁকি কমার পাশাপাশি মাছ চাষের উৎপাদন পরিকল্পনাও আরও সহজ হবে।

মৎস্য কর্মকর্তার মতে, স্থানীয় পর্যায়ে মানসম্মত রেণু-পোনা উৎপাদন নিশ্চিত করা গেলে একদিকে যেমন জেলার কয়েক হাজার মাছ চাষি উপকৃত হবেন, অন্যদিকে সরকারি অর্থে পোনা সংগ্রহ ও অবমুক্ত করার ক্ষেত্রেও স্থানীয় উৎসকে কাজে লাগানোর সুযোগ তৈরি হবে। এর ফলে মেহেরপুরের মৎস্য উৎপাদনে আরও গতি আসতে পারে।

চাষিদের দাবি, শুধু জেলা সদরের হ্যাচারি নয়, প্রায় দুই দশক ধরে বন্ধ থাকা গাংনী উপজেলা সরকারি মৎস্য হ্যাচারিটিও দ্রুত সংস্কার করে উৎপাদনে ফিরিয়ে আনা হোক। এতে স্থানীয়ভাবে মানসম্মত রেণু- পোনা পাওয়া যাবে, কমবে পরিবহন ব্যয় ও পোনা মারা যাওয়ার ঝুঁকি। একই সঙ্গে কমতে পারে মাছ উৎপাদনের সামগ্রিক খরচ এবং বাড়তে পারে চাষিদের লাভের সম্ভাবনা।

চুয়াডাঙ্গায় নানা আয়োজনে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উদযাপন

‘অভয়াশ্রম গড়ে তুলি, দেশি মাছে দেশ ভরি’ এ শ্লোগানকে ধারণ করে চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উদযাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে সোমবার (১৮ আগস্ট) সকাল ১০টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে একটি শোভাযাত্রা বের হয়ে শহরের কোর্টমোড় ঘুরে আবার একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মিজানুর রহমান। সদর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বেলাল হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান ও চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক বিপুল আশরাফ।

এছাড়া বক্তব্য দেন মৎস্য চাষি কামরুজ্জামান বাবলু, ফাইম মুনতাছির, মোহাম্মদ আলী ও আলিফ উদ্দিন। অনুষ্ঠানে মৎস্য চাষে

অবদান রাখায় চারজন চাষিকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এতে সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, জেলার চার উপজেলার মৎস্য চাষি ও বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ অংশ নেন।

মুজিবনগরে সপ্তাহব্যাপী জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের উদ্বোধন

“অভয়াশ্রম গড়ে তুলি, দেশি মাছে দেশ ভরি” এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মুজিবনগরে সপ্তাহব্যাপী জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোমবার সকালে উপজেলা মৎস্য উদযাপন কমিটির আয়োজনে এ মৎস্য সপ্তাহের উদ্বোধন উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ মৎস্য সপ্তাহের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে দুইজন সফল মৎস্য চাষীকে পুরস্কার দেওয়া হয়।

সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা তারেক আজিজের সভাপতিত্বে এবং মুজিবনগর উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার হাসনাইন জাহিদের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুস সাদাত রত্ন, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম এবং মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি ওমর ফারুক।

এর আগে একটি মৎস্য র্যালি শেষে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

“জল যার, জলা তার” এই নীতি বাস্তবায়নের জন্য আমরা কাজ করব

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার বলুহর বাওড় পরিদর্শন করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। এ সময় তিনি বাওড়পাড়ের হালদার সম্প্রদায়ের মৎস্যজীবীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং তাঁদের দুঃখ–দুর্দশার কথা শোনেন।

মঙ্গলবার (২৭ মে) সকাল ১০টার দিকে তিনি বলুহর বাওড় পরিদর্শনে যান। এরপর সাড়ে ১১টার দিকে কোটচাঁদপুর উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় অংশ নেন।

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। এতে আরও বক্তব্য দেন ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আবদুল আওয়াল, জেলা ক্ষেতমজুর সমিতির সভাপতি ফজলুর রহমান এবং মৎস্য অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ মৎস্য কর্মকর্তা মোতালেব হোসেন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক, উপজেলা জামায়াতের আমির তাজুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি এস.কে.এম. সালাউদ্দিন বুলবুল সিডল, প্রগতিশীল নাগরিক সমাজের সভাপতি শরিফুজ্জামান আগা খান এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেলা সংগঠক হৃদয় হাসান।

সভায় হালদার সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা অভিযোগ করেন, শত বছরের বেশি সময় ধরে তাঁরা এই বাওড়ে মাছ চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। কিন্তু বর্তমান জলমহাল নীতিতে পরিবর্তন এনে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের বাদ দিয়ে প্রভাবশালী অমৎস্যজীবীদের হাতে ইজারা প্রদান করা হয়েছে। তাঁরা জানান, এসব ইজারাদার বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বাওড়ে কৃত্রিম খাবার ও রাসায়নিক ব্যবহার করছেন, যা পরিবেশ ও মাছের স্বাভাবিক প্রজননব্যবস্থার জন্য হুমকিস্বরূপ।

মৎস্যজীবী নির্মল হালদার বলেন, “বাওড় এখন আমাদের জন্য নিষিদ্ধ। জীবিকা নেই, কর্ম নেই, পরিবার নিয়ে অনিশ্চয়তায় দিন কাটছে।”

বক্তারা বলেন, “জাল যার, জল তার” এই প্রবাদ শুধু মুখের কথা নয়; এর বাস্তবায়ন জরুরি। তাঁরা দেশের সব বাওড়ের বর্তমান ইজারা বাতিল করে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের মধ্যে বণ্টনের দাবি জানান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ফরিদা আখতার বলেন, “জল যার, জলা তার এই নীতি বাস্তবায়নের জন্য আমরা কাজ করব। তরুণ প্রজন্মের আন্দোলনের মাধ্যমে দেশে ফ্যাসিবাদের পতন ঘটেছে। এই প্রজন্মই বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়বে।”

তিনি আরও বলেন, “প্রকৃত মৎস্যজীবীদের বাওড়ের মালিকানা ফিরিয়ে দিতে আমি ভূমি মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর সঙ্গে কথা বলব। পরিবেশ রক্ষা ও মৎস্যজীবীদের জীবনধারা টিকিয়ে রাখতে একটি সমন্বিত উদ্যোগ জরুরি।”

জলাশয়ের ইজারা যেন মৎস্যজীবী ছাড়া কেউ না পায়: ফরিদা আখতার

জলাশয়ের ইজারা যেন মৎস্যজীবী ছাড়া কেউ না পায়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার।

তিনি বলেন, “জলাশয়ের ইজারা যেন শুধুমাত্র মৎস্যজীবীরাই পান, সেটি পর্যালোচনার মধ্যে রয়েছে। এ বিষয়ে সম্প্রতি ভূমি ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।”

এ সময় তিনি মুনাফার আশায় মাছ ও গবাদিপশুকে অস্বাস্থ্যকর খাবার ও ওষুধ ব্যবহার না করার আহ্বান জানান।

বুধবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) সকালে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খামারিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

ফরিদা আখতার আরও বলেন, “দখল ও দূষণের কারণে সারাদেশে হাওর-বাওড়সহ অন্যান্য জলাশয় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এতে মৎস্য উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে এবং মৎস্যজীবীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।”

তিনি আরও বলেন, “মানুষের যেমন নিরাপদ খাদ্যের প্রয়োজন, তেমনই পশুখাদ্যের নিরাপত্তাও জরুরি। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের কার্যকরী

ভূমিকা রাখতে হবে।”

মতবিনিময় সভায় কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান, কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মোহা. আব্দুল ওয়াদুদসহ জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, বিভিন্ন পর্যায়ের খামারি ও সংবাদকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

জীবননগরে মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে র্যালী ও আলোচনা

নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ এ স্লোগানে জীবননগরে শুরু হয়েছে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ। মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে জীবননগরে র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

রোববার সকালে মৎস্য সপ্তাহের এ কর্মসূচি পালন করা হয় মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে গতকাল রোববার সকালে জীবননগর উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকেএকটি র্যালী বের হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

পরে উপজেলা পরিষদের হলরুমে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জীবননগর উপজেলার সিনিয়র মৎস্য কমকতা মোঃ দীন ইসলামের সভাপতিত্বে র্যালী ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ঈশা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী প্রমুখ।

কোটচাঁদপুরে এমপি’র ঐচ্ছিক তহবিলের চেক বিতরণ ও মাছের পোনা অবমুক্ত করণ

ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য এ্যাডঃ শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চলের ঐচ্ছিক তহবিলের চেক বিতরণ করা হয়েছে।

সোমবার বেলা ১২ টার দিকে কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সংসদ সদস্যের ঐচ্ছিক তহবিলের ৬৭ হাজার টাকার এই চেক বিতরণ করা হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য এ্যাডঃ শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ২০ জন অসচ্ছল ব্যক্তির মধ্যে এ চেক বিতরণ করেন।

অনুষ্ঠানে এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শরিফুন্নেছা মিকি, সাধারণ সম্পাদক শাজাহান আলী, থানার অফিসার ইনচার্জ মাহবুবুল আলম, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন ফারুক, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাদিয়া আক্তার পিংকি, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি নুরুল ইসলাম খাঁন বাবলু, সাবেক উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার তাজুল ইসলামসহ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

এর আগে উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়ের আয়োজনে কপোতাক্ষ নদে ১’শ ২৬ কেজি মাছের পোনা অবমুক্ত করেন সংসদ সদস্য শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সঞ্জয় কুমার, উপজেলা মৎস্যজীবী লীগের আহ্বায়ক মোঃ আবুল খায়ের প্রমুখ।

মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে মাছে ক্ষতিকর রাসায়নিক প্রয়োগ বিরোধী অভিযান

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২০ উপলক্ষে ৩য় দিনের কর্মসূচি হিসাবে মুজিবনগরে মাছে ক্ষতিকর রাসায়নিক প্রয়োগ বিরোধী অভিযান ও মৎস্য বিষয়ক আইন বাস্তবায়নে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে।

বৃহস্প্রতিবার সকাল থেকে দুপু্র প্রর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন স্থানে এ অভিযান চালানো হয়।

সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম এ অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

অভিযান চলাকালীন সময়ে কেদাগন্জ বাজারসহ বিভিন্ন জায়গায় মাছের ফরমালীন পরিক্ষা করা হয়।

কোন মাছে ফরমালীন পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন মৎস অফিসার শহিদুল ইসলাম।

এদিকে অভিযান চলাকালীন সময়ে ভৈরব নদীতে কারেন্ট জাল দেখতে পাওয়ায় জাল পুরিয়ে দেওয়া হয়।

এ সময় মৎস্য অফিসের ক্ষেত্র সহকারী আহসান হাবিব উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে কয়েক হাজার বিঘা জমি পানিবন্ধী

মেহেরপুরের গাংনীর ধলা-মাইলমারী মাঠে বাধ দিয়ে মাছ চাষ করার কারনে কয়েক হাজার বিঘা জমি পানিবন্ধী হয়ে পড়েছে।

পানি নিস্কাসনে কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় জমিগুলো পতিত থাকায়

উৎপাদনের পাশাপাশি খাদ্য খাটতি দেখা দেবে।

স্থানীয় কৃষকদের দাবি,ধলা-মাইলমারি মাঠ এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় ফসলের মাঠ এ মাঠ থেকে উৎপাদিক খাদ্য সহ অন্যান্য ফসল এলাকার চাহিদা মিটিয়ে বাইরের জেলা গুলোতেও সরবরাহ করে।

গত কয়েক বছর আগে তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের জেহের মুন্সির ছেলে নুরু পোষ্ট মাষ্টার ব্রিজের মুখে পুকুর কেটে বাধ দিয়ে মাছ চাষ করার কারনে কয়েক হাজার বিঘা জমি পানিবন্ধী হয়ে পড়েছে। দ্রত সময়ের মধ্যে পানি নিস্কাসন করা না হলে জমিগুলো চাষাবাদ করা সম্ভব হবেনা।

কৃষকরা জানিয়েছেন ৩ বিঘা জমিতে অপরিকল্পিত ভাবে পুকুর কেটে বাধ দিয়ে মাছচাষ করার কারনে পানি নিষ্কাশনের পথগুলি বন্ধ রয়েছে। একারনে তারা তাদের জমির ফসল ফলাতে পারবেন কি না তা নিয়ে চরম উৎকন্ঠার মধ্যে রয়েছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছে, তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের জনৈক্য খোকন নামের এক ব্যক্তি পুকুরটি বন্দোবস্ত নিয়ে ব্রিজের মুখে বাধ দিয়ে মাছচাষ করছে। এ বিষয়ে কথা বলতে তার মোবাইল ফোনে কল দেয়া হলে তিনি রিসিভ করেনি।

ভুক্তভুগীদের দাবি দ্রত সময়ের মধ্যে পুকুরের একাংশ ও বাধ অপসারন করে পানি নিস্কাসনের ব্যবস্থা করা না হলে যে কোন সময় বড় ধরনের সহিংশতার ঘটনা ঘটতে পারে।

পুকুর মালিক নুরু পোষ্ট মাষ্টার বলেন, ব্রিজ থেকে তার পুকুর অনেক দুরে। ব্রিজের মুখে পুকুর খনন করার কোন বৈধতা আছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে তিনি বলেন এখন পানি প্রবাহিত হচ্ছে।

গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসার কে এম সাহাবুদ্দীন আহমেদ জানান, এ ধরনের অভিযোগ কেউ করেনি। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনী উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা রবিউল ইসলাম জানান, সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রশাসনের সহায়তা নিয়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সেলিম শাহনেওয়াজ বলেন, এ বিষয়ে ভুক্তুভুগী কৃষকরা লিখিত অভিযোগ দিলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে।